ভোরের কাগজ

তারিখ 07 AUG 1998
পৃঃ 4 কলাম 7

10

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কিছু কথা

গত ২৭ জুলাই ভোরের কাগজ-এ 'মুক্তচিন্তা'র অভিমত কলামে 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আগে কিছু প্রশ্ন' শীর্ষক কলামে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ছাত্রনেতা, শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ সীমান্ত তালুকদার যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু ওনার কলাম পড়ে আমার (আমি একজন সাধারণ ছাত্র) মনে কিছু প্রশ্ন জাগলো। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ছাত্র রাজনীতি বন্ধের আহ্বানের বিপক্ষে তিনি যুক্তি দেখাননি; প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'সব রাজনৈতিক দল চাইলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিবো'— এর বিপক্ষে যুক্তি দেখাননি এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক আবেদ খানের ছাত্র রাজনীতি বন্ধের যুক্তির বিপক্ষেও তিনি যুক্তি দেখাননি। ভোরের কাগজ 'হল' পাঠকক্ষ ছাড়াও নিজ কক্ষে নিয়মিত রাখি। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিপক্ষে যারা বক্তব্য দিয়েছেন, (যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সাংবাদিক আবেদ খান, সাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ, ড. জাফর ইকবাল (শাঃবিঃ) প্রমুখের লেখা পড়েছি। এ সব বিজ্ঞজন অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন কেন এ মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। আমাদের ছাত্র রাজনীতির অতীত খুবই ভালো। '৪৮, '৫২, '৬২, '৬৯, '৭১, '৯০ সালে সমগ্র ছাত্র সমাজ যে ভূমিকা রেখেছিল তা সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। ঐ সময় যে সকল মেধাবী প্রাণ আত্মাহুতি দিয়েছিল তারা নিঃসন্দেহে শহীদ, অমর। কিন্তু তারপর যে সব তাজাপ্রাণ অন্তর্দ্বন্দ্ব, হিংসা-প্রতিহিংসার আগুনে পুড়ে মরলো তাদের কি বলবো? আপনি ছাত্র রাজনীতির পক্ষে বলতে গিয়ে সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বিরাজমান দুর্নীতি সম্পর্কে বলেছেন। এ জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আপনি কি বলতে পারবেন বিরাজমান ছাত্র রাজনীতি এর বিপক্ষে সোচ্চার হবে? হওয়া তো দূরের কথা, চেষ্টারও কোনো লক্ষণ নেই। কারণ ছাত্র রাজনীতি আজ লেজুড়বৃত্তির শিকার। তারা ছাত্র রাজনীতি করে না। করে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি। ছাত্র রাজনীতি মুসা ও বকুলকে মৌলবাদীর হাতে বলি দিলো। অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং প্রতিহিংসার বলির কথাতো বলাই বাহুল্য। বিরোধী দল হরতাল ডাকলে সরকারি দলের ছাত্ররা তা প্রতিহত করে; পক্ষান্তরে বিরোধী দলের ছাত্ররা তা পালনে আত্মাহুতি পর্যন্ত দেয়। বর্তমানে ছাত্ররা সমাজে বিরাজমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলে না— বলে তাদের পৃষ্ঠপোষক দলের পক্ষে তা ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক। তাইতো দেখি : ১. সীমা-ইয়াসমিন হত্যার বিরুদ্ধে একদল আছে; অন্য দল নেই। ২. মেধাবী ছাত্র রুবেলের জন্য কেউই নেই; কারণ সে ছাত্র রাজনীতি করে না। ৩. মুসা, বকুল এবং পার্থকে কারা মারলো, কেন মারলো এর জন্য ছাত্রনেতাদের তেমন সোচ্চার দেখা যায় না। ৪. বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন-ফি বৃদ্ধি, আবাসিক সংকট কিংবা সেশনজট সম্পর্কে এদের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। ছাত্র রাজনীতি হওয়া উচিত ছাত্রদের কল্যাণে। তারা কোনো দলের লেজুড় থাকবে না। তারা ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে কথা বলবে। সমগ্র ছাত্র সমাজ হবে এক আত্মা। একজন ছাত্রের ওপর অত্যাচার হলে তা সব ছাত্রের ওপর অত্যাচার হিসেবে ধরে নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে কি হচ্ছে? লেজুড়বৃত্তির কারণে একদলের ছাত্র মরলে অন্যদল খুশি (!) কিন্তু যে মরলো সে দেশের কতো বড়ো সম্পদ ছিল বা হতে পারতো তা কি কেউ ভাবেন? পার্থ, মুসা, বকুল, রুবেলরা কি দেশের জন্য কিছুই করতো না? বর্তমানে বিরাজমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ সোচ্চার হবে না। তবে সমগ্র ছাত্র সমাজ একটি দেহ হিসেবে কাজ করলে তাদের পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব। তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ না করে দলীয় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা দরকার। ছাত্র রাজনীতি-ছাত্রদের কল্যাণে হওয়া দরকার। তবেই তা দেশ ও জাতির জন্য আশীর্বাদ হবে।

মুহাম্মদ আবদুল হাই
ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।